মাস্ক নেই সেবা নেই এই কথার ভিত্তি নেই

নো মাস্ক, নো সার্ভিস’ অর্থাৎ মাস্ক নেই সেবা নেই, তবে এই কথার ভিত্তি নেই। কথাটি শুধুমাত্র কাগজেই সীমাবদ্ধ। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণরোধে ‘নো মাস্ক, নো সার্ভিস’ নীতি ব্যাপকভাবে বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রয়োজনে সামাজিক আন্দোলন, প্রচারাভিযানসহ যেভাবেই হোক এটি নিশ্চিত করতে বলেছেন তিনি। গত ২৫ অক্টোবর মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে অনির্ধারিত আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই নির্দেশ দেন। তখন জানানো হয়েছিল, মাস্ক ছাড়া এলে কাউকে সরকারি ও বেসরকারি অফিসগুলোতে সেবা দেওয়া হবে না। তবে প্রথমদিকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা কিছুটা বাস্তবায়ন হলেও বর্তমানে এর চিত্র সম্পূর্ণ উল্টো। সরেজমিনে মেহেরপুরে সরকারি, বে-সরকারি অফিস, রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার, গণপরিবহনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ঘুরে দেখা গেছে দরজার সামনে ‘নো মাস্ক নো সার্ভিস’ লেখা থাকলেও তা মানছেন কেউ । অফিসের কর্মকর্তা থেকে কর্মচারীদের অনেকেই মাস্ক ব্যবহার করছেন না। আবার অনেকেই কানে, থুতনীতে ঝুলিয়ে রেখেছেন। অফিসে সেবা নিতে আসা মানুষগুলোর মুখেও নেই মাস্ক। করোনাকালীন মাস্ক ব্যবহারে গুরুত্ব থাকলেও বর্তমানের অবস্থা একেবারেই ভিন্ন। করোনার শুরুতে সরকারি, বেসরকারি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে মাস্ক বিতরণ ও ব্যবহারে জোরদার ভূমিকা পালন করলেও পরিশেষে এর ফলাফল শূন্য। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও মাস্ক ব্যবহারে সকলেই উদাসীন। কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ‘নো মাস্ক নো সার্ভিস’ কথা লিখে যেন দায়মুক্তি পেয়েছেন।

এদিকে করোনার প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে পেতে হাত ধোয়ার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতর শহরের বিভিন্ন স্থানে বেসিন স্থাপন করে। অথচ ওই বেসিনগুলো কোন উপকারে আসছে না। নেই হাত ধোয়ার সাবান নেই পানি। অযত্ন অবহেলায় সবগুলো বেসিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আরএমও মোহাঃ মকলেছুর রহমান বলেন, জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে স্বাস্থ্য বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। যারা সেবা নিতে হাসপাতালে আসছেন তাদেরকে মাস্ক ব্যবহারের কথা বলা হলেও উদাসীন তারা। ভর্তি রোগী ও তার স্বজনদের ক্ষেত্রে একই অবস্থা। কেউ যদি নিজে সচেতন না হয় তাহলে জোর করে কিছু করা যায় না। নো

মাস্ক নো সার্ভিসের কথা বলা হলেও স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে পালন করা সম্ভব না। কারণ, রোগীদের সেবা তো দিতেই হবে। এ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রয়োজন। মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম জানান, ইতোমধ্যে প্রচার প্রচারণা চালানো হচ্ছে। মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে এবং অফিস আদালতে মানুষ এলে তাদের হাত ধুয়ে ভেতরে প্রবেশ যাতে করতে পারে সে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তাছাড়া স্বাস্থ্যবিধি ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে বলেও জানান তিনি।

ঝিনাইদহে কৃষকদের মাঝে রিপার ও কম্বাইন হারভেস্টার মেশিন হস্তান্তর

কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার বাড়াতে ঝিনাইদহে কৃষকদের মাঝে অর্ধেক ভর্তুকিমূল্যের রিপার ও কম্বাইন হারভেস্টার মেশিন হস্তান্তর করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সদর উপজেলা কৃষি অফিস চত্বরে এ মেশিন হস্তান্তর করা হয়। এ সময় জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আজগর আলী, উপজেলা চেয়ারম্যান এ্যাড. আব্দুর রশিদ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শাহিন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আরতি দত্ত, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পোড়াহাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম হিরন, কৃষি কর্মকর্তা জাহিদুল করিম, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ইমদাদুল হাসান, উপ-সহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ অফিসার খাইরুল ইসলামসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি অফিসের কর্মকর্তারা জানান, কৃষি যান্ত্রিকীকরণের লক্ষ্যে ৫০ ভাগ উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে সদর উপজেলার ১১ জন কৃষককে রিপার ও কম্বাইন হারভেস্টার মেশিন হস্তান্তর করা হয়েছে। এতে কম সময়ের মধ্যে কৃষক ধানসহ অন্যান্য ফসল কর্তন ও মাড়াই করতে পারবে।

[redacted]

[redacted]

চুয়াডাঙ্গায় জেলা জজসহ দুই কর্মচারী প্রত্যাহার দাবীতে আইনজীবীদের প্রতিবাদ

চুয়াডাঙ্গায় আইনজীবীদের উপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে চুয়াডাঙ্গা জেলা আইনজীবী সমিতি। মঙ্গলবার (২৩ মার্চ) বেলা ১২টায় জেলা আইনজীবী সমিতি ভবনের সামনে এ কর্মসূচী পালন করা হয়। কর্মসূচিতে ভারপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ বজলুর রহমান, অফিস স্টাফ মাসুদুজ্জামান এবং জহুরুল ইসলামকে অনতিবিলম্বে জেলা থেকে প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়েছে। প্রত্যাহার করা না হলে, চুয়াডাঙ্গা জেলা অচলসহ কঠোর আন্দোলনের হুসিয়ারি দিয়েছেন আইনজীবী নেতৃবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসেন বলেন, ‘আমাদের আদালত ছেড়ে মাঠে আসার কথা নয়। কিন্তু আজ চারদিন ধরে আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়েছি। আমরা দাবি জানাচ্ছি, ভারপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মোহা. বজলুর রহমান ও দুর্নীতিগ্রস্থ অফিস স্টাফ মাসুদুজ্জামান মাসুদ ও জহুরুল ইসলামের মুখ চুয়াডাঙ্গার মাটিতে দেখতে চাইনা।’

জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসেন বিক্ষোভসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা অচলের কঠোর আন্দোলনের হুসিয়ারি দেন।
জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট তালিম হোসেনের পরিচালনায় প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, সিনিয়র আইনজীবী অ্যাডভোকেট মানি খন্দকার, অ্যাডভোকেট শফিকুল ইসলাম শফি, অ্যাডভোকেট হেদায়েত হোসেন আসলাম, অ্যাডভোকেট শামিম রেজা ডালিম, অ্যাডভোকেট ওয়াহেদুজ্জামান বুলা, অ্যাডভোকেট আব্দুল মালেক, অ্যাডভোকেট আবুল বাসার, অ্যাডভোকেট সেলিম উদ্দীদ খান, অ্যাডভোকেট রবিউল রহমান, অ্যাডভোকেট এমএম শাজাহান মুকুল প্রমুখ।

এদিকে, আইনজীবীদের চলমান এই আন্দোলনের কারণে ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ বিচারপ্রার্থীরা। তাঁদের, দাবি বিচারিক সেবা পাওয়ার জন্য অতিদ্রুত এই সমস্যা সমাধান করা হোক।

উল্লেখ্য, গত ১৮ মার্চ চুয়াডাঙ্গা আদালতে আইনজীবী ও জজশীপ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলার ঘটনা ঘটে। সেদিনই জরুরী সভার ডাক দিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য আদালত বর্জনের ঘোষণা দেন আইনজীবীরা। মঙ্গলবার পর্যন্ত চারদিন ধরে আইনজীবীরা আন্দোলনে আছেন।

সুবাহ্ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার ৩৫ জন শিক্ষার্থীর মাঝে বৃত্তি প্রদান

বাংলাদেশ এনজিও ফাউণ্ডেশন এর অর্থায়নে দরিদ্র ছাত্র/ছাত্রীদের বঙ্গবন্ধু-বিএনএফ শিক্ষা বৃত্তি প্রদান কর্মসূচী আওতায় সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার বাস্তবায়নে, আজ সুবাহ আমঝুপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ১২ তম উপবৃত্তি বিতরণ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেধা ভিত্তিক ৩৫ জন ছাত্র ছাত্রীর মাঝে উপবৃত্তি আনুষ্ঠানিক ভাবে বিতরন করা হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি বিতরন করেন প্রধান অতিথি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক। অনষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন আগামী প্রজন্মকে শুধু শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করলে হবে না অবশ্যই দেশের ইতিহাস কৃষ্টি সংস্কৃতি প্রতিবেশ পরিবেশ রাষ্ট্রীয় নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্ম জীবনি পড়তে হবে। জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করতে শিক্ষার পাশাপাশি সামাজিক সার্বিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে পড়ার মাধ্যমে। শুধু শিক্ষায় নয় দিক্ষা ও নিতে হবে এবং নিজেকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

আজকে অনুষ্ঠিত উপবৃত্তি বিতরন অনষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক সভাপতি, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ মেহেরপুর, বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন প্রভাষক

সাইদুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক জেলা শিল্পকলা একাডেমী মেহেরপুর, রুহুল কুদ্দুস টিটো সাবেক সভাপতি মেহেরপুর প্রেস ক্লাব, মখলেচুর রহমান খোকন দপ্তর সম্পাদক জেলা আওয়ামীলীগ মেহেরপুর, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মঈন-উল-আলম নির্বাহী পরিচালক, সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, আমঝুপি, মেহেরপুর।

আলমডাঙ্গায় প্রতারণা করে জমি ও দোকান হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গায় ছোট ভাইকে প্রতারণা করে আপন বড় ভাই নিজের নামে সম্পত্তি ও দোকান হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।
গতকাল সোমবারে রাতে এ অভিযোগ তুলে হাউসপুর গ্রামের আনসার আলির ছেলে আব্দুল মান্নান সাংবাদিকের নিকট লিখিত অভিযোগের মাধ্যমে সংবাদ সম্মেলন করেন।
আব্দুল মান্নান তার লিখিত বক্তব্যে সাংবাদিকদের নিকট বলেন, ২০০৪ সালে আব্দুল মান্নানের বয়স যখন ১৫/১৬ বছর সে সময় তার দাদা মরহুম নিয়ামুদ্দীন আব্দুল মান্নান ও তার বড় ভাই আব্দুল হান্নানকে শহরের একটি দোকান ও কিছু জমি রেজিস্ট্রি করে দেন।
কলেজপাড়ার মামুনুর রশিদের বাসায় বসে সেই জমির দলিল সম্পাদন করেন বাদেমাজু গ্রামের দলিল লেখক ইউনুস আলী। সে সময় আব্দুল মান্নানের বড় ভাই আব্দুল হান্নান জমিদাতা দাদা কিয়ামদ্দীন ও ছোট ভাই আব্দুল মান্নানের অগোচরে দলিল লেখককে ম্যানেজ করে ছোট ভাইকে ফাঁকি দিয়ে শুধু নিজের নামে দলিল করিয়ে নেন।
এ প্রতারণার কথা তারা গোপন রাখেন। দাদা কিয়ামুদ্দীন বেঁচে থাকা অবধি নাতি আব্দুল হান্নানের এ চরম প্রতারণার কথা জানতে পারেন নি। এ প্রতারণার কাহিনী কঠোরভাবে গোপন রাখা হয় প্রায় ১ যুগ। ২০১৬ সালে ছোট ভাই আব্দুল মান্নান বিদেশ চলে যান।

সম্প্রতি আব্দুল মান্নান দেশে ফিরে এসে শহরের জমিতে দোকান করতে চাইলে বড় ভাই ধুরন্ধর আব্দুল হান্নানের ১ যুগ আগের প্রতারণা

সামনে চলে আসে।
সে জানায় যে, দোকান ও শহরের জমি সব তার নিজের নামে। ছোট ভাই আব্দুল মান্নানের নামে দাদা কিছু দেননি। এ প্রতারণার কথা জেনে আকাশ ভেঙ্গে পড়ে ছোট ভাইয়ের মাথায়।
এছাড়া, বড় ভাই আব্দুল হান্নানের সীমাহীন লোভের অনলে ছোট ভাইয়ের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বাড়ির জমি দুভাইয়ের সমান সমান হলেও বড় ভাই অর্ধেকের বেশি দখল করে বাড়ি করছেন। এমনকি বাপের নামে ৬/৭ বিঘা জমি রয়েছে, তাও বাপকে পটিয়ে বন্ধক রেখেছেন।
বড় ভাই আব্দুল হান্নানের এমন ভয়াবহ প্রতারণার প্রতিকার চেয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তিনি এ সংবাদ সম্মেলন করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

কার্পাসডাঙ্গা বাজারের অবৈধ দখলদাররা পুরো দখল ছাড়তে নারাজ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা টু মুজিবনগর সড়কের উন্নয়ন কাজ শুরু হয়েছে।
ইতিমধ্যই কার্পাসডাঙ্গা বাজারের কার্পাসডাঙ্গা টু মুজিবনগর সড়কের দুপাশে থাকা অবৈধ দখলদাররা তাদের অবৈধ স্থাপনা সরিয়ে নিয়েছেন, কেউবা দোকান ঠিক রেখে সামনের চাল খুলে নিয়েছেন।

ইতিমধ্যই কার্পাসডাঙ্গা এ প্রধান সড়কটির পাশ দিয়ে ড্রেনের নির্মানের জন্য খোঁড়াখুড়ির কাজ চলছে দ্রুত গতিতে।
তবে এলাকায় এ নিয়ে চায়ের দোকান গুলোতে আলোচনা সমালোচনার ঝড় উঠেছে। অনেকে মন্তব্য করে বলেন, রাস্তাটির যখন উন্নয়ন কাজ শুরু হয়েছে। অবৈধ স্থাপনা যখন উচ্ছেদ করা হচ্ছে ঠিক এই সুযোগে পুরো সরকারী রাস্তার জমি বুঝে নিয়ে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করা উচিৎ। অনেকে মন্তব্য করে বলেন, ড্রেনের খোঁড়াখুড়ির গর্ত ছাড়িয়ে ভিতরে এখনো ৮/১২ ফুট পর্যন্ত রাস্তা রয়েছে। সে জমি ছাড় দিয়ে এখান দিয়ে ড্রেন নির্মান হয়ে গেলে অবৈধ দখলদারদের করা অবৈধ স্থাপনা বৈধ হয়ে

যাবে। কারন ড্রেন পার হয়ে তো আর পরে রাস্তা হবেনা।

এলাকাবাসী সহ সচেতন মহলের দাবী রাস্তার দুপাশে থাকে রাস্তার সবটুকু জমি বের করে নিয়ে একেবারে শেষ মাথা দিয়ে ড্রেন নির্মান করা হোক। তাহলে কোন ভাবেই অবৈধ দখলদার রা আর কোনদিন রাস্তার জমি অবৈধভাবে দখল করতে পারবেনা।
বিষয়টির প্রতি সুনজর দিয়ে তদন্ত পূর্বক ব্যাবস্থা নিতে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার ও সংশ্লিষ্ট কৃতপক্ষের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

কার্পাসডাঙ্গায় প্রধান সড়ক দখল করে ঢেউটিন রাখার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা টু মুজিবনগর সড়কের উন্নয়ন কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে।
রাস্তার উন্নয়ন কাজের জন্য ইতিমধ্য রাস্তার দুপাশে থাকা বিভিন্ন অবৈধ স্থাপনা সরিয়ে নিচ্ছে দখলদাররা।

ঠিক সেই মুর্হুর্তে কার্পাসডাঙ্গা বাজারের ঢেউটিন ব্যাবসায়ী মিকাইল তার ব্যাবসায়ীক লাভের স্বার্থে দু ট্রাক সিমেন্ট শিটের ঢেউটিন কিনে কার্পাসডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে প্রধান সড়কের কোল ঘেঁষে ফুটপথ দখল করে তার টিন রেখে দিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে এলাকাজুড়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

স্থানীয়রা জানান, সকলে যখন রাস্তার দুপাশে অবৈধ সব স্থাপনা সরিয়ে নিচ্ছে ঠিক তখনি মিকাইল কোন ক্ষমতার বলে রাস্তা দখল করে দু ট্রাক টিন রেখে দিল।

দ্রুত এ টিন অপসারণ করে ফুটপথকে দখল মুক্ত করতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

কার্পাসডাঙ্গায় বিট পুলিশিং এর আলোচনা সভা ও মাস্ক বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে গতকাল সোমবার বিকাল ৩ টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা বিট পুলিশিং এর আলোচনা সভা ও মাস্ক বিতরন অনুষ্ঠিত হয়।

বিট পুলিশিং এর এস আই কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এস আই জুয়েল আতিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ(ওসি) আ:খালেক।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি অপারেশন সামসুদ্দোহা, কার্পাসডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমান, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আ:হাকিম।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন, মনিরুজ্জামান মনি মেম্বর, মনিরুজ্জামান মন্টু মেম্বর, সাংবাদিক শরীফ রতন, মেহেদী হাসান মিলন, বিল্লাল হোসেন প্রমুখ।

আলমডাঙ্গার জামজামি ইউনিয়ন কৃষক লীগের সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠন

আলমডাঙ্গার জামজামি ইউনিয়ন কৃষক লীগের সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকেলে ইউনিয়নের টেকপাড়া পাঁচলিয়া গ্রামে সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠনের লক্ষে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মত বিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন যুবলীগ নেতা লাল্টু

রহমান।
প্রধান অতিথি ছিলেন, উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি এম আজিজুল হক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এম আজিজুল হক বলেন, কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে। এটা আওয়ামী লীগ সরকার জানে। সে জন্য এই সরকার কৃষক বান্ধব সরকার। কৃষকের সার বীজ, ভুর্তকী দিচ্ছেন। তাদের উৎপাদিত ফসলের সঠিক মূল্য নিশ্চিত করতে কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ফসল কেনার ব্যবস্থা করছেন।
কৃষককে আর সারের জন্য লাইনে দাড়াতে হয় না। গুলি খেতে হয়না। এজন্য এই সরকারকেই ক্ষমতায় রাখতে হবে।
মত বিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন, উপজেলা কৃষক লীগের সহসভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, সহসভাপতি কাউসার আলী কসর, সহ দপ্তর সম্পাদক ফজলুল হক, পৌর কৃষক লীগের সদস্য আবুল কাশেম, কুমারী ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি রজব আলী, কৃষক লীগ নেতা মাহাতাব উদ্দিন, বদর উদ্দিন, শাহিন আলী।

উপজেলা কৃষক লীগের দপ্তর সম্পাদক সাহাবুল হকের উপস্থাপনায় ওই সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন, জামজামি ইউনিয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের কৃষক লীগ নেতৃবৃন্দ।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আরিফুল ইসলাম আরিফকে আহবায়ক, রাশেদুজ্জামান রাজিব ও জিলার উ্দিন টিক্কাকে যুগ্ম আহবায়ক মনোনীত করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট জামজামি ইউনিয়ন কৃষক লীগের সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছে।